লীলা পুরুষোত্তম

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের ধরাধাম লীলায় দেখা যায় দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপের প্রকাশ। প্রথমার্ধে শ্রীবৃন্দাবন লীলায় তাঁর চপলতাপূর্ণ বাল্যরূপ ও কিশোর বংশীধারী মাধুর্য্যমণ্ডিত প্রেমময় রূপ। পূর্ণ অবতার রূপে যখন স্বয়ং ভগবান ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তখন দেবলোকের দেবতাগণ হয়েছিলেন তাঁর লীলাসঙ্গী, তাই তাঁদের উদ্ধারণকল্পে শ্রীভগবান প্রদর্শন করেন আপন মুরলীধারী দিব্য কোমল রূপকে। এই সরস মধুর রূপময় চিন্ময় লীলা প্রদর্শনের মূল কারণ হল দেবতাদের প্রতি তাঁর কৃপাবর্ষণ ও উদ্ধারণ। এই সময়ে বহু অসুর নিধনও তিনি করেছিলেন তবে তাও সাধিত হয়েছিল অতি অনায়াসে, নেহাতই খেলাচ্ছলে। সুউন্নত দেব আধারে অসুর স্বভাব অপ্রকটিত ছিল বলে তার নিধন প্রক্রিয়াও ছিল অসাধারণ সাবলীল, যা ভগবান ব্যতীত অন্য কাহারও পক্ষে অসম্ভব। যে সকল অসুরদের নিধন স্বয়ং পুরুষোত্তমের হাতে হয়েছিল তাঁরা যে কেবলমাত্র উদ্ধার হয়েছিলেন তা নয়, তাঁদের পূর্বাপূর্ব জন্মার্জিত সংস্কার ও তপস্যার ফলস্বরূপ তাঁরা সেই পরমপুরুষের পরমপাদস্পর্শ লাভ করেছিলেন। বাল্যলীলার মাধ্যমে এই ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকেও তিনি কৃপাবর্ষণ করেছেন। স্বয়ং ভগবানের ধরাধামে ব্রজলীলা প্রত্যক্ষ করতে মহেশ্বর অবতীর্ণ হয়েছিলেন গোপেশ্বর শিবরূপে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অতি সাধারণ বালকসুলভ কর্মাদি দেখে স্বয়ং ব্রহ্মাও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন এবং পরীক্ষা করে দেখতে চান সেই নিষ্পাপ শিশুটিই স্বয়ং ভগবানই কিনা! ব্রহ্মাকর্তৃক বৎসহরণ লীলায় শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের প্রকৃত স্বরূপের পরিচয় পেয়ে পিতামহ ব্রহ্মা স্তবস্তুতি পূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন তাঁর কাছে। দেবরাজ ইন্দ্র ও বরুণদেবের অহংকারের নাশও ভগবান এই বাল্যলীলার মাধ্যমেই করেছিলেন। মধুর রসাত্মক এই বাল্য-

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা

লীলার প্রধান ভিত্তি ছিল প্রেম ও ভক্তি প্রদান কারণ, দেবতারা এই কৃপালাভের জন্য ভক্তিমার্গ থেকে অবতরণ করেছিলেন কর্মমার্গে। ভক্তি হতে জ্ঞান, জ্ঞান হতে কর্ম এই ছিল তাঁদের অবতরণের ধারা। এই উদ্ধারণ লীলার মাধ্যমে তাঁর লীলাসঙ্গীদের উত্তরণ ঘটে অপ্রাকৃত গোলোকে নিত্যধামে, যেখানে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলা হয়ে চলেছে অবিরত, অনন্তরূপে, অনন্তধারায়। বৃন্দাবনক্ষেত্র বা ব্রজধাম সেই নিত্য বা গোলকধামেরই এক অনুরূপ প্রকাশ স্বরূপ।

বৃন্দাবন লীলায় মায়ামুক্ত জীবোদ্ধারের অবসানে মায়াবদ্ধ জীবোদ্ধার কর্মে দেখা যায় তাঁর কঠোর রূপের প্রকাশ। সেক্ষেত্রে বাঁশীর বদলে তাঁর হাতে অনুশাসনের দণ্ড এবং সুরের বদলে তাঁর মুখ হতে নিঃসৃত হয় গীতার বাণী সর্বজন কল্যাণার্থে। অধর্মের বিনাশ কর্মে বহু জীবনাবসান হলেও সেই পরমপুরুষের পাদস্পর্শের কৃপালাভ করেন নি কেউ-ই। জীবযোনির এই উদ্ধারণ লীলার ভিত্তি ছিল অধর্মের নাশ করে ধর্মের সংস্থাপন। সাধারণ মানবসত্তাকে কর্মমার্গের মধ্য দিয়ে জ্ঞানমার্গে ও তৎপরে ভক্তিমার্গে উত্তরণের সুকৌশলই এই উদ্ধারণ লীলার ধারা। ''মামেকং শরণং ব্রজ'' তাঁর মুখনিঃসৃত এই মন্ত্রই ভক্তিমার্গে উত্তরণের সোপান। নিখিল বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বর রূপী শ্রীকৃষ্ণ চরণ শরণ ও তাতে সমর্পণ ভিন্ন জীবের অপর কোনও গতি নেই।

পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ চরণে
জগৎপিতা ব্রহ্মার ক্ষমা প্রার্থনা

শ্রীভগবানের কোমল ও কঠোর এই দুটি রূপের মধ্যে বৃন্দাবনের পরমেশ্বরীয় অপ্রাকৃত দৈবী লীলার মনোহর বংশীধারী রূপ পূজনীয় ও অনুস্মরণীয় এবং তাঁর পরবর্তী সত্যধর্ম সংস্থাপনার্থ অনুশাসক রূপে ব্যক্ত গীতার বাণী অনুসরণীয়।

—মাতৃচরণাশ্রিতা ব্রহ্মচারিণী কেয়া